দৈনিক বাংলা

তারিখ 14. AUG. 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সরকারী কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি

১৯৮৩ সনের এনাম কমিটির সুপারিশ অনুসারে ডিগ্রীপর্যায় সকল সরকারী কলেজে ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে ৪টি করে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ১টি সহযোগী অধ্যাপকের, ১টি সহকারী অধ্যাপকের এবং ২টি প্রভাষকের। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃত বিষয়ে প্রচুরসংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী থাকা সত্ত্বেও সেখানে মাত্র ২টি করে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে—১টি সহকারী অধ্যাপকের এবং ১টি প্রভাষকের। এ কারণে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃত বিষয়ের শিক্ষকেরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও উপেক্ষিত। সহযোগী অধ্যাপকের পদ না থাকায় এ দু'টি বিষয়ের শিক্ষকদের সহকারী অধ্যাপকের পদ থেকে সহযোগী অধ্যাপকের পদে পদোন্নতি পথ রূদ্ধ হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় এ দুটি বিষয় থেকে উপাধ্যক্ষের পদে পদোন্নতি দেয়া হতো। কিন্তু পরবর্তীতে সে নিয়মের ঘটেছে পরিবর্তন। এখন চাকরির জ্যেষ্ঠতা অনুসারে সব বিষয় থেকে উপাধ্যক্ষের পদে পদোন্নতির দেয়া হয়। ইদানীং আবার দেখা যাচ্ছে, পদোন্নতিপ্রাপ্ত বহু সহযোগী অধ্যাপক তাদের সুবিধামতো স্থানে থাকায় উপাধ্যক্ষর শূন্যপদে বদলী হয়ে আসছেন। এভাবে বর্তমানে প্রায় সবগুলো উপাধ্যক্ষর শূন্যপদে বদলীকৃত সহযোগী অধ্যাপকদের দ্বারা পূরণ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃতের শিক্ষকদের পদোন্নতির পথ একবারেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই অন্যান্য বিষয়ের মতো ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃত বিষয়েও চারটি করে পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতির ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের পদোন্নতির পথ সুগম করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি। যতদিন না তা সম্ভব হচ্ছে ততদিন উপাধ্যক্ষের শূন্যপদসমূহে কোন সহযোগী অধ্যাপককে বদলী না করে, কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষকদের দ্বারা পূরণ করার জন্যও আমাদের রইলো।

এ এফ এম রূহুল আমীন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা
সরকারী নাজিমউদ্দিন কলেজ
মাদারীপুর।